চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি.

করদাতা সুরক্ষা পরিষদের সভাপতির কটুক্তির প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচিতে চসিক কাউন্সিলরগণ

সিটি করর্পোরেশন ও নগরবাসীকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর অপচেষ্টায় ভালো ফল আসবে না

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী'র বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম করদাতা সুরক্ষা পরিষদের সভাপতি নুরুল আবছারের কটুক্তি, অশালীন ও অরুচিকর বক্তব্যের প্রতিবাদে আজ রবিবার সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরগণ এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। এতে বক্তব্য রাখেন-ভারপ্রাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম, প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, হাসান মহমুদ হাসনী, শৈবাল দাশ সুমন, জহর লাল হাজারী, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের, হুরে আরা বিউটি। উপস্থিত ছিলেন-কাউন্সিলর গাজী মো. শফিউল আজিম, মো. শাহেদ ইকবাল বাবু, মো. শফিকুল ইসলাম, এম. আশরাফুল আলম, মো. মোবারক আলী, মো. মোরশেদ আলম, ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, মো. ইসমাইল, নুর মোস্তফা টিনু, মোহাম্মদ শহিদুল আলম, মোহাম্মদ সলিম উল্ল্যাহ, মোহাম্মদ জাবেদ, নাজমুল হক (ডিউক), মো. ইলিয়াছ, মো. শেখ জাফরুল হায়দার চৌধুরী, আতাউল্লাহ চৌধুরী, হাসান মুরাদ বিপ্লব, পুলক খাস্তগীর, হাজী নুরুল হক, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ছালেহ আহমদ চৌধরী, জোবাইরা নার্গিস খান, জেসমিন পারভীন জেসী, তছলিমা বেগম (নরজাহান), শাহীন আকতার রোজী, রুমকী সেনগুপ্ত, নীলু নাগ, ফেরদৌসী আকবর, লুৎফুন্নেছা দোভাষ বেবী, শাহনুর বেগম প্রমুখ।

ভারপ্রাপ্ত মেয়র বলেন, নগরীতে আমরা যারা বসবাস করি সবাই পৌরকর দিয়েই বাস করছি। কোন কাজ করতে গেলে ভুল ত্রুটি হতে পারে। সেটা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। যেকোন বিষয়ে নগরবাসী দ্বিমত পোষন করতে পারেন, সে বিষয়ে যুক্তিসংগত ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার অধিকার সবার আছে। তবে করদাতা সুরক্ষা পরিষদের সভাপতি যে ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন তা অশালীন ও অবমাননাকর। তিনি আরো বলেন, সিটি মেয়র ৬০ লক্ষ জনগণের অভিভাবক প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং নগরীর সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁকে উদ্দেশ্য করে যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তাতে নগরবাসী আহত হয়েছে। তিনি গৃহকর নিয়ে বিভ্রান্ত ছড়ানোর যে অপচেষ্টা চলছে তা দুঃখজনক বলে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বিগত ২০০৯সালে কর পুন:মূল্যায়ন করা হয়েছিলো সে সময় অভিযোগগুলো আপীলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। তারপর আর পৌরকর মূল্যায়ন করা হয়নি। ২০১৭সালে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কর পুন:মূল্যায়ন করা হলে তা পরবর্তীতে স্থগীত হয়। বর্তামনে আবারও সরকারি নির্দেশনার আলোকে সিটি কর্পোরেশন কর পুন:মুল্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, কর পুন:মূল্যায়ন করতে গিয়ে মেয়র প্রত্যক্ষ করেন ২০১৭সালে এসেসমেন্টে ত্রুটিযুক্ত। তাই সিটি মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী এই বিষয়ে নগর বাইশ মহল্লা কমিটি, নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন। বকেয়া পৌরকর পরিশোধ পূর্বক ২০১৭সালের কর মূল্যায়নের উপর আপীল করার আহ্বান জানান। মেয়র আপীলে রাজস্ব সার্কেলের কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ সহনীয় পর্যায়ে কর নির্ধারনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এই বিষয়ে পত্রিকায় দুইজন কর্মকর্তাদের মোবাইল নম্বরসহ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়েছে তাদের অভিযোগ প্রদানের জন্য। উক্ত কর্মকর্তাগনের মাধ্যমে আপীলকারীদের অীভযোগ ও অনৈতিক অর্থ গ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তাও নিরসন করা হচ্ছে। তারপরও কোন করদাতা যদি সন্তুষ্ঠ না হয় তিনি সরাসরি সিটি মেয়রের সাথে দেখা করে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরো বলেন, ইতোমধ্যে অনেকে তাদের বকেয়া কর পরিশধ করে আপীল করেছেন এবং আপীলে তারা সন্তুষ্ঠি প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি যখন মীমাংসার পর্যায়ে আসছে ঠিক তখনই একটি কুচক্রী মহল তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানষে আন্দোলন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা সিটি কর্পোরেশন ও জনসাধারণকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা তোদের এধরণের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং করদাতা সুরক্ষা পরিষদের নেতৃবৃন্দকে ক্ষমা প্রার্থনাসহ ষড়যন্ত্র পরিহারের আহ্বান জানাচ্ছি।

বিআইজিআরএস'র সাথে মতবিনিময়কালে ভারপ্রাপ্ত মেয়র

শিশুবান্ধব ও নিরাপদ শহর নিশ্চিত করতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম বলেন, চট্টগ্রাম শহরে সড়ক নিরাপত্তায় পরিক্ষামুলক কোন প্রকল্প গ্রহণ না করে নিবিড় গবেষণার আলোকে বাস্তবসম্মত কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সড়ক নিরাপত্তা

নগরীর জন্য একটি অগ্রাধিকার বিষয়। সড়কের দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি সড়ক ব্যবহারকারী তথা পথচারি ও যানবাহন চালকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি জরুরী। আমাদের শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ তাদের জন্য আমরা একটি শিশুবান্ধব ও নিরাপদ শহর নিশ্চিত করতে কাজ শুরু করা উচিৎ। বিআইজিআরএস প্রকল্প উন্নত ও নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়ার একটি বড় সুযোগ। আজ রবিবার দুপুরে টাইগারপাসস্থ চসিকের সম্মেলন কক্ষে ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিস ইনিশিয়েটিব ফর গ্লোবাল রোড সেফট্টি (বিআইজিআরএস) এর সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অথিতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন চসিক প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু ছালেহ, মুনিরুল হুদা, বিআইজিআরএস'র ইনিশিয়েটিব কো-অর্ডিনেটর মো. আবদুল ওয়াদুদ, কান্টি ম্যানেজার মো. নাছির উদ্দিন, প্রোগ্রাম এসোসিয়েট কাঞ্চনা গেনিস, প্রোগ্রাম অফিসার সুগান্থি শ্রাভানান, সিনিয়র টেকনিক্যাল এডভাইজার মিরিক পালা ও চসিক নির্বাহী প্রকৌশলী বৃন্দ। ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরো বলেন, ট্রাফিক আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগের বিষয়টি যথাযথ হয় না বলে সড়ক দূর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিসের সাথে ধারাবহিক আলোচনার অংশ হিসেবে এই মতবিনিময় সভায় অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, সড়ক ও জনপদ, সিডিএ, বিআরটিএসহ সব সংস্থার সমন্বয় প্রয়োজন। সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করলে যে কোন কাজের সফলতা আসবেই। তিনি এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাউন্সিলরদের ভুমিকার কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

প্রতিনিধি দলের কো-অর্ডিনেটর মো. আবদুল ওয়াদুদ বলেন, চট্টগ্রামের ১৬টি স্থানের উপর পরিক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।এতে প্রতিয়মান হয়েছে যে, চালক ও পথচারিদের অসতর্কতা, ফিটনেস বিহীন যানবাহন অনুপোযুক্ত সড়ক সর্বোপরি গতি নিয়ন্ত্রণে অসাবধনতায় বেশির ভাগ দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রম বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ০৩ দিন ব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আয়োজিত এক সমন্বয় সভা আজ রবিবার বেলা ১২ টায় প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তরে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জোনাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডাঃ তপন কুমার চক্রবর্তী, ডাঃ সুমন তালুকদার, ডাঃ আকিল মাহমুদ নাফে, ডাঃ জুয়েল মহাজন প্রমুখ।

সভায় প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কোভিড আক্রান্তের হার নিম্নমুখী হওয়ায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার বিষয়ে আমাদের মধ্যে শিথিলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা কাম্য নয়। তিনি আরো বলেন, কোভিড ভ্যাকসিনেশনের কারনে আমরা নিরাপদ রয়েছি। কিন্তু কিছু কিছু বস্তি এলাকায় কোভিড-১৯ টিকা গ্রহন করেনি এমনও অনেক লোক রয়েছে। তাদেরকে খুঁজে বের করে টিকার আওতায় আনতে হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমে যে সফলতা অর্জন করেছে তা অব্যাহত রেখে আসন্ন ওয়ার্ড পর্যায়ে কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল জোনাল মেডিকেল অফিসারগণকে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের আহবান জানান। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আগামী ২৮ শে সেপ্টেম্বর ২০২২ইং থেকে ০৩ দিনব্যাপী ওয়ার্ড পর্যায়ে কোভিড ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। উক্ত ক্যাম্পেইন চলাকালীন চলাকালীন সময়ে ১৮ বছর বা তদুর্ধ ব্যক্তিদের ১ম, ২য় ও ৩য় ডোজ সিনোভ্যাক টিকা দেওয়া হবে।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

নগরীর বিভিন্ন সড়কে প্রায় ৫০টি দোকানের বর্ধিত অংশ অপসারন ৬ ব্যক্তিকে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ রবিবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে নগরীর জামালখান রোড, মোমিন রোড, আন্দরকিল্লা, সিরাজুদ্দৌলা রোডের সাব-এরিয়া, দিদার মার্কেট, চন্দনপুরা, প্যারেড কর্ণার, তেলীপট্টি রোড, চকবাজার অলি খাঁ মসজিদ মোড়, গুলজার মোড়, অমরচাঁদ রোড, চকবাজার কাঁচাবাজার ও ধুনিরপুল এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে দোকান বর্ধিত করায় প্রায় ৫০টি দোকানের বর্ধিত অংশ অপসারন করে রাস্তা ও ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। এই সময় রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে দোকানের মালামাল রেখে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৬ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে অংশনেন

সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩